

Teacher's Content

☑ অলঙ্কার

☑ ছন্দ

☑ কারক

☑ বিভক্তি

☑ সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

Content Discussion

অলঙ্কার

অলঙ্কার কাব্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। কৌষিতকী উপনিষদে প্রথম অলঙ্কার শব্দটি পাওয়া যায়; 'ব্রহ্মণালঙ্কারেণ অলঙ্কৃত'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী প্রথম অলঙ্কারের সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে, 'কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদ বিন্যাসই অলঙ্কার।' যা দ্বারা সজ্জিত করা হয় বা ভূষিত করা হয় তাই অলঙ্কার। সাহিত্যের বা কাব্যের অলঙ্কার বলতে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী তারই অন্তর্গত কোনো উপাদানকে বোঝায়।

প্রশ্ন: অলঙ্কার কী?

উত্তর: কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কাব্যিক উপাদান ব্যবহার করে কাব্যকে গুণান্বিত করা হয় তাই অলঙ্কার।

প্রশ্ন: অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা:
ক) শব্দালঙ্কার ও খ) অর্থালঙ্কার।

ক) শব্দালঙ্কার: শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি শব্দালঙ্কার।

খ) অর্থালঙ্কার: অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বিধায়ক অলঙ্কারকে বলা হয় অর্থালঙ্কার। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অর্থালঙ্কার।

★ বিভিন্ন অলঙ্কারের পরিচয়:

অনুপ্রাস: একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে।
যেমন:

'কাকে কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ'।

(এখানে 'ক' বার বার ধ্বনিত হয়েছে।)

সরল অনুপ্রাস: কবিতার কোনো ছন্দে এক বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে তাকে সরল অনুপ্রাস বলে। যেমন—

'পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।'।

— রবীন্দ্রনাথ।

(এখানে 'প' একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে।)

অন্ত্যানুপ্রাস: কবিতার প্রতি চরণান্তে যে মিল, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে।
যেমন—

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'

— রবীন্দ্রনাথ।

(এখানে বরষা ও ভরসা মিল)

গুচ্ছানুপ্রাস: একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন দুয়ের বেশি বার একই ছন্দে ব্যবহার হয় তখন তাকে গুচ্ছানুপ্রাস বলে। যেমন—

'না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।'

— রবীন্দ্রনাথ।

(‘সন’ ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস)

যমক: যমক শব্দের অর্থ যুগ্ম। একই শব্দে একই স্বরধ্বনিসমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার হলে তাকে যমক বলে। যেমন—

'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'

(এখানে প্রথম ভারত হলো ভারতচন্দ্র এবং দ্বিতীয় ভারত হলো ভারতবর্ষ)

শ্লেষ: একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ বলে। যেমন—

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাণ্ড চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

(এখানে প্রথম প্রভাকর হলো সূর্য এবং দ্বিতীয় প্রভাকর হলো সংবাদ প্রভাকর)

বক্রোক্তি: সোজাসুজি না বলে বাঁকা ভাবে কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেলে তাকে বলে বক্রোক্তি। যেমন—

'গৌরিসেনের আবার টাকার অভাব কী।'

(এখানে টাকার অভাব নেই ভাবটি বাঁকা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে)

উপমা: একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে উপমা বলে।

উপমা অলঙ্কারের সাধারণত চারটি অঙ্গ থাকে। যথা:

ক. উপমেয় : যাকে তুলনা করা হয়।

খ. উপমান : যার সাথে তুলনা করা হয়।

গ. সাধারণ ধর্ম : যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তুলনা করা হয়।

ঘ. সাদৃশ্যবাচক শব্দ : মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায় ইত্যাদি।

উদাহরণ-

‘বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।’

- জীবনানন্দ।

(এখানে উপমান- বেতের ফল, উপমেয়- চোখ, সাধারণ ধর্ম- ম্লান এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ- মত)

রূপক: উপমেয়ের সাথে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলে। যেমন-

‘জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত বারি।’

- কাজী নজরুল ইসলাম।

(এখানে জীবন হলো উপমেয় আর সিন্ধু হলো উপমান)

উৎপ্রেক্ষা: প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে ভুল বা সংশয় হয় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। যেমন-

‘আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে, পাঁচটি রঙের ফুল।’ - জসীমউদ্দীন।

অতিশয়োক্তি: উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যেমন-

‘মাঘের কোলে সূর্য ছড়ায়

দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।’

- বিষ্ণু দে।

(সোনার মতো রোদ। রোদ এখানে লুপ্ত)

সমাসোক্তি: উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার সমারোপিত হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে। যেমন-

‘পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।’

(এখানে নিশ্চল পর্বতে চলিষ্ণু মেঘের গতিময়তা আরোপিত)

বিরোধাভাস: যদি দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, ওই বিরোধে যদি কাব্যে চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধাভাস বলে। যেমন-

‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।’

- রবীন্দ্রনাথ

অসঙ্গতি: একস্থানে থাকলে এবং অপর স্থানে কার্যোৎপত্তি হলে তাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার বলে। যেমন-

‘হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি

নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।’

ব্যাজম্বতি: নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দা হলে তাকে ব্যাজম্বতি অলঙ্কার বলে। যেমন-

‘অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।’

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১. একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?

ক. উৎপ্রেক্ষা

খ. উপরূপক

গ. উপমা

ঘ. আখ্যাণরূপক

০২. নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে?

ক. ব্যাজম্বতি

খ. অতিশয়োক্তি

গ. সুভাষণ

ঘ. শ্লেষ

০৩. সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার?

ক. ৬

খ. ২

গ. ৪

ঘ. ৫

০৪. ‘হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি / নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।’ - এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?

ক. অসঙ্গতি

খ. বিভাবনা

গ. বিষম

ঘ. বিরোধাভাস

০৫. ‘গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।’

ক. উপমান

খ. রূপক

গ. চিত্রকল্প

ঘ. রূপকাভাস

উত্তরমালা									
০১	গ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	গ

ছন্দ

ছন্দ কাব্যতত্ত্বের একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।’ ছন্দ কাব্যে এনে দেয় সংগীতের সুর লহরি। মাত্রা-নিয়মের যে বিচিত্রতায় কাব্যের ইচ্ছাটি বিশেষভাবে ধ্বনি-রূপময় হয়ে উঠে তাকেই ছন্দ বলে।

প্রশ্ন: পঙ্ক্তি কী?

উত্তর: কবিতার প্রত্যেকটি লাইনকেই ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তি হিসেবে ধরা য়, এতে অর্থের পরিসমাপ্তি ঘটুক আর নাই ঘটুক। যেমন—

‘বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী ছাত্র মারা
কৃষক বণিক দোকানী আর মজুর মারা
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা
খুবই সহজ’।

— মোহাম্মদ মরিনজ্জামান

(এখানে ৫টি পঙ্ক্তি)

প্রশ্ন: অক্ষর কী?

উত্তর: বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর। যেমন— ‘মা’ এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ; ‘মামা’ দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ কিন্তু ‘মাঠ’ এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, কারণ মাঠ ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ এবং তা ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না।

মুক্তাক্ষর: স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া বা স্বরধ্বনি যুক্ত অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন— মামা, বাবা, মারা ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ছন্দ কী?

উত্তর: সংস্কৃত ভাষায় ‘ছন্দ’ শব্দের অর্থ কাব্যের মাত্রা। কোনো কিছুই মধ্যে পরিমিতি ও শৃঙ্খলার সুসম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে।

প্রশ্ন: বাংলা ছন্দ কত প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ক) স্বরবৃত্ত, খ) মাত্রাবৃত্ত, গ) অক্ষরবৃত্ত।

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে ছন্দ রীতিতে উচ্চারণের গতিবেগ বা লয় দ্রুত অক্ষরমাত্রাই এক মাত্রার হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার। এ ছন্দকে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ বা স্বাভাৱিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বলে।

উদাহরণ—

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান

(মাত্রা- ৪/৪/৪/১)

শিব ঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যে / দান

(মাত্রা ৪/৪/৪/১)

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪।

খ) এ ছন্দের লয় দ্রুত।

গ) যে কোনো অক্ষর (মুক্তাক্ষর বা বদ্ধাক্ষর) একমাত্রার।

উদাহরণ: আড়াল = আ (১) + ডাল (১) = ২ স্বর।

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে কাব্য ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয় এবং যা মধ্যম লয়ে পাঠ করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

এ ছন্দকে বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ বলে।

উদাহরণ—

সোনার পাখি ছিল

সোনার খাঁচাটিতে

বনের পাখি ছিল

বনে

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মাত্রা- ৭/৭/৭/২)

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হয়।

খ) এ ছন্দে প্রধানত ৬ মাত্রার প্রচলন বেশি।

গ) অনুস্বর বা বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।

উদাহরণ: আমরা = আম (১+১) = রা (১) = ৩ অক্ষর।

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে একমাত্রা ধরা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। একে যৌগিক বা কলামাত্রিক ছন্দ বলে।

উদাহরণ:

মরিতে চাহিনা আমি / সুন্দর ভুবনে (৮+৬)

মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই (৮+৬)

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয়।

খ) এ ছন্দে লয় ধর বা মধ্যম

গ) এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যে বদ্ধাক্ষর একমাত্রা এবং শব্দের শেষে দুই মাত্রা হয়।

ঘ) এ ছন্দে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর সমান ধরা হয়।

উদাহরণ: কেষ্টা = কে (১) + ষ্টা (১) = ২ অক্ষর।

★ বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর এর মাত্রা:

ছন্দ	মুক্তাক্ষর	বন্ধাক্ষর
স্বরবৃত্ত	একমাত্রা	একমাত্রা
মাত্রাবৃত্ত		দুইমাত্রা
অক্ষরবৃত্ত		দুই মাত্রা তবে শব্দের প্রথমে ও মধ্যে থাকলে একমাত্রা।

প্রশ্ন: পয়ার কী?

উত্তর: যে ছন্দের মূল বর্গের অক্ষর সংখ্যা ১৪টি তাঁকে পয়ার বলে।

প্রশ্ন: অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) কাকে বলে?

উত্তর: কবিতার পঙ্ক্তির শেষে মিলহীন ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় চরণের অন্ত্যমিল থাকে না। ছন্দ পয়্যারের অপর রূপ। প্রতি পঙ্ক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে, যা ৮+৬ পর্বে বিভক্ত। একে প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দও বলে। উদাহরণ—

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীর বাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে রবি সেনাপতি পদে,

পাঠাইলা, রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ।

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও সনেটের কে প্রচলন ঘটান?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটে মধুসূদনের প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: স্বরাস্ত্রিক ছন্দের প্রবর্তক কে?

উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

প্রশ্ন: সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে?

উত্তর: সনেট ইটালিয়ান শব্দ। এর বাংলা অর্থ- চতুর্দশপদী কবিতা।

একটি মাত্র ভাব বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষরের চতুর্দশ পঙ্ক্তি (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়)। বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায় তাকেই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বলে।

সনেটের দুটি অংশ। যথা:

ক) অষ্টক: প্রথম ৮ চরণকে অষ্টক বলে।

খ) ষটক: শেষ ৬ চরণকে ষটক বলে।

প্রশ্ন: সনেটের আদি কবি কে?

উত্তর: ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এ ধারার আদি কবি।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?

ক. মাইকেল
খ. পেত্রার্ক
গ. হোমার
ঘ. ঈশ্বরগুপ্ত

০২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনার প্রবর্তক কে?

ক. Rabindranath Tagore
খ. Michel Modhusudan Datta
গ. Nazrul Islam
ঘ. Satynendra Nath Datta

০৩. সনেট কবিতার প্রবর্তক কে?

ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

০৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা কে / প্রথম বাঙালি সনেটকার-

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. দীনবন্ধু মিত্র
খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৫. 'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?

ক. জার্মানি
গ. ইটালিয়ান

০৬. সনট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?

ক. ফ্রান্স
খ. ইতালি
গ. ইংল্যান্ড
ঘ. গ্রিস

09. What is a Sonnet?

- ক. A Prose of special nature
খ. A criticism of a poet
গ. A sacred song of reputed poet
ঘ. A poem of fourteen lines

০৮. সনেটের ক'টি অংশ?

- ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

০৯. সনেটে কয়টি লাইন থাকে?

- ক. ১০টি খ. ১৪টি গ. ১২টি ঘ. ২১টি

১০. সনেটে প্রথম আট পঙ্ক্তিকে বলা হয়—

- ক. সপ্তক খ. অষ্টক গ. ষটক ঘ. পঞ্চক

১১. সনেটের শেষ ছয় পঙ্ক্তিকে কী বলা হয়?

- ক. ষষ্ঠক খ. ষষ্টক গ. ষটক ঘ. ষষ্ট

১২. বাংলা ছন্দ কত রকমের?

- ক. এক রকমের খ. দুই রকমের
গ. তিন রকমের ঘ. চার রকমের

১৩. যে ছন্দে যুক্তধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে?

- ক. স্বরবৃত্ত খ. পয়ার
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অক্ষরবৃত্ত

১৪. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়—

- ক. স্বরবৃত্ত খ. পয়ার
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অক্ষরবৃত্ত

১৫. 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?

- ক. অক্ষরবৃত্তকে খ. মাত্রাবৃত্তকে
গ. স্বরবৃত্তকে ঘ. গদ্য ছন্দকে

১৬. স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ কোনটি?

- ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. 'ছড়া' কোন ছন্দে রচিত হয়?

- ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. সমিল মুক্তক

১৮. ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?

- ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত

- গ. স্বরবৃত্ত ঘ. সমিল মুক্তক

১৯. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যেদান' কোন ছন্দে রচিত?

- ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অমিত্রাক্ষর ঘ. অক্ষরবৃত্ত

২০. Blank Verse অর্থ—

- ক. অনুপ্রাস খ. অমিত্রাক্ষর
গ. পয়ার ঘ. মহাকাব্য

২১. মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষরও গণনা করা হয় কোন ছন্দে?

- ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. মুক্তক ঘ. স্বরবৃত্ত

২২. 'পয়ার' কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?

- ক. মাত্রাবৃত্ত খ. স্বরবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর

২৩. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো—

- ক. অন্ত্যমিল আছে খ. অন্ত্যমিল নেই
গ. চরণের প্রথমে মিল থাকে ঘ. বিশ মাত্রার পর্ব থেকে

২৪. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?

- ক. মোহিতলাল মজুমদার খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. জসীমউদ্দীন ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৫. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?

- ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কবি আবদুল কাদির

উত্তরমালা									
০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ
০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ
১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক

কারক

প্রাথমিক আলোচনা

কারক শব্দের অর্থ, যে করে যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের যে সম্বন্ধ হয় তাকে কারক বলে।

কারক শব্দের গঠন- কৃ+ণক (অক) = কারক।

যেমন- ‘রনি ফুটবল খেলছে’ এখানে ‘খেলছে’ একটি ক্রিয়াপদ।
‘খেলছে’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘রনি’ নামক নামপদের সম্বন্ধ হয়েছে। এই সম্বন্ধ বা সম্পর্কই কারক।

কারকের প্রকারভেদ

কারক ছয় প্রকার। যথা:

- | | |
|----------------|-------------------|
| ১। কর্তৃকারক | ২। কর্মকারক |
| ৩। করণ কারক | ৪। সম্প্রদান কারক |
| ৫। অপাদান কারক | ৬। অধিকরণ কারক |

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন-

- ক) মিতা নাচে। [মিতা কর্তৃকারক]
খ) হাবিব কবিতা লেখে। [হাবিব কর্তৃকারক]

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ-

- ১) ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার।

যথা-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক) মুখ্যকর্তা | খ) প্রযোজক কর্তা |
| গ) প্রযোজ্য কর্তা | ঘ) ব্যতিহার কর্তা |

মুখ্যকর্তা: যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্যকর্তা বলে।
যেমন- সুমন ক্রিকেট খেলছে।

প্রযোজক কর্তা: মূল কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে কোন কাজ করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

প্রযোজ্য কর্তা: মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।
যেমন- মা ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

ব্যতিহার কর্তা: কোন বাক্যে যখন দুজন কর্তা একত্রে একজাতীয় কাজ করে তখন তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন- রাজায় রাজায় লড়াই।
বাঘে-মহিষে একই ঘাটে জল খায়।

বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী কর্তা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা-
ক) কর্মবাচ্যের কর্তা-কর্মপদ প্রাধান্য পায়।
যেমন- পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

খ) ভাববাচ্যের কর্তা- ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্য।

যেমন- আমার যাওয়া হবে না।

গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা- কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়।
যেমন- ঘড়িটা চলে ভাল।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে কর্মকারক বলে।

যেমন-

- ক) মামুন পত্রিকা পড়ে [পত্রিকা কর্মকারক]
খ) বুমুর ছবি আঁকছে [ছবি কর্মকারক]

কর্মকারক দুই প্রকার- ক) মুখ্যকর্ম খ) গৌণকর্ম

কখনও কখনও কোন ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে যার মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাকে মুখ্যকর্ম বলে এবং ক্রিয়াপদের সাথে যার গৌণ সম্বন্ধ থাকে তাকে গৌণকর্ম বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তু বাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়। গৌণ কর্মে বিভক্তি হয়। মুখ্য কর্মে হয় না।

যেমন- মা শিশুকে (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাচ্ছেন।

করণ কারক

করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র / সহায়ক / উপায়। অর্থাৎ যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাকে করণ কারক বলে। যেমন-

- ক) আমরা কানে শুনি [‘কানে’ করণ কারক]
খ) মন দিয়ে বিদ্যা অর্জন কর [‘মন’ দিয়ে করণ কারক]

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা বোঝায় তাকে ‘সম্প্রদান কারক’ বলে। যেমন- ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। এ বাক্যে ভিখারীকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান করা হয়- তাই ‘ভিখারীকে’ সম্প্রদান কারক। ‘কাকে’ এ প্রশ্ন করে ক্রিয়াপদের সাথে সম্প্রদান কারকের সম্পর্ক বের করতে হয়। গরীবকে কাপড় দাও। এখানে কাকে দেবে? ‘গরীবকে’ ফলে গরীবকে সম্প্রদান কারক।

যেখানে নিজের জিনিস অপরকে দান করা হয় সেখানেই প্রকৃত সম্প্রদান কারক হয়। দান না বোঝালে সম্প্রদান কারকের প্রশ্ন উঠে না। যেমন- ‘ধোপাকে কাপড় দাও’। এখানে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাঁচতে দেয়া বোঝায়। ‘চাকরকে বেতন দাও’ ‘সরকারকে কর দাও’ এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক হয় না।

বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি একরকম হওয়ায় সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করার পক্ষে অনেকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিগ্ধঃ সম্প্রদান কারকে কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, সবসময় চতুর্থী বিভক্তি হয়।

★ স্বত্বহীন দান

- | | |
|--|-------------------|
| ১. সমিতিতে চাঁদা দাও। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ২. সৎপাত্রে কন্যা দান কর। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৩. ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ৪. সর্বভূতে ধন দাও। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৫. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ৬. দরিদ্রকে ধন দাও। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ৭. তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য করে। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৮. তোমাকে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়ে। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ৯. গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ১০. গৃহহীনে গৃহ দাও। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ১১. অন্ধজনে দেহ আলো। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ১২. ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ১৩. মৃতজনে দেহ প্রাণ। | সম্প্রদানে ৭মী। |

★ নিস্বার্থ কাজ

- | | |
|--|-------------------|
| ১. আমায় একটু আশ্রয় দিন। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ২. গুরুজনে কর নতি। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৩. তাই দিই দেবতারে। | সম্প্রদানে ৪র্থী। |
| ৪. দীনে দয়া কর। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৫. দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি। | সম্প্রদানে শূন্য। |
| ৬. সর্বজনে দয়া কর। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৭. সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ৮. দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে। | সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী। |
| ৯. প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই, তাই দিই দেবতারে। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ১০. সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর। | সম্প্রদানে ৭মী। |
| ১১. সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়। | সম্প্রদানে ৭মী। |

★ নিমিত্তার্থে সম্প্রদান

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ১. সুখের লাগিয়া এ গর বাঁধিনু। | নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী। |
| ২. বেলা যে পড়ে এল জলকে চল। | নিমিত্তার্থে ৪র্থী। |
| ৩. জলকে চল। | নিমিত্তার্থে ৪র্থী। |
| ৪. তারা তীরে যাত্রা করল। | সম্প্রদানে ৭মী। |

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহী, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। অন্যভাবে বলা যায়, 'কোথা হতে' দ্বারা প্রশ্ন কলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে অপাদান কারক বলে।

যেমন:

- | | |
|---------------|---|
| উৎপন্ন | - দুধ থেকে ছানা হয়। |
| ভীত | - শিক্ষককে বড্ড ভয় পাই। |
| রক্ষিত | - বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা। |
| বিরত | - পাপে বিরত হও। |
| পরাজিত | - পরাজয়ে ডরে না বীর। |
| গৃহীত/প্রাপ্ত | - পথে টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি। |
| বঞ্চিত | - কেন বঞ্চিত হব চরণে। |
| চ্যুত | - গাছ থেকে ফল পড়ে। |
| শ্রুত | - মায়ের মুখে গল্পটি শুনেছি। |

ক) বস্তুর রূপান্তর ঘটলে অপাদান কারক হয়।

যেমন- তিলে তৈল হয়।

খ) ভিতর থেকে বাইরে গেলে অপাদান কারক হয়।

যেমন- স্কুল পালানো ভাল নয়।

বিগ্ধঃ বাইরে থেকে ভেতরে গেলে অধিকরণ কারক হয়।

যেমন- আমি স্কুলে যাব।

গ) দূরত্ব বোঝালে অপাদান কারক হয়।

যেমন- ঢাকা থেকে যশোর তিনশো কিলোমিটার দূরে।

ঘ) তারতম্য বোঝালে অপাদান কারক হয়।

যেমন- মেহেদীর চেয়ে হাসান লেখাপড়ায় ভাল।

ঙ) কালবাচক শব্দের ক্ষেত্রে অপাদান কারক হয়।

যেমন- তিন দিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি।

চ) আধার- স্বর্গ থেকে পুষ্প বর্ষিত হল।

অপাদান কারকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

★ উৎস, উৎপাদন, রূপান্তর:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ০১. ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। | - অপাদানে ষষ্ঠী। |
| ০২. মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। | - অপাদানে ৫মী। |
| ০৩. সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না। | - অপাদানে ৭মী। |

০৪. সব বিনিকে মুক্তা পাওয়া যায় না। - অপাদানে ২য়।
 ০৫. সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।
 ০৬. লোক মুখে এ কথা শোনা যায়। - অপাদানে ৭মী।
 ০৭. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। - অপাদানে ৭মী।
 ০৮. মেঘে বৃষ্টি হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ০৯. দুধে ছানা হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ১০. তিলে তৈল হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ১১. জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ১২. জলে বাষ্প হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ১৩. চোখ দিয়ে পানি পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।
 ১৪. গাছে তক্তা হয়। - অপাদানে ৭মী।
 ১৫. কত ধানে কত চাল তা আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।
 ১৬. এ জমিতে সোনা ফলে। - অপাদানে ৭মী।
 ১৭. এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। - অপাদানে ৭মী।
 ১৮. সব বিনিকে মুক্তা মিলে না। - অপাদানে ৭মী।
 ১৯. চোখ দিয়ে জল পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।
 ২০. সব বিনিকে মুক্তা মিলে না। - অপাদানে ৭মী।
 ২১. কত ধানে কত চাল, সে আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।
 ২২. পড়ায় বিরত হয়ো না। - অপাদানে ৭মী।

★ চ্যুত, বিচ্যুত, নির্গমণ:

০১. ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।
 ০২. স্কুল পালাইও না। - অপাদানে শূন্য।
 ০৩. রোজ রোজ কলেজ পালাও কেন? - অপাদানে শূন্য।
 ০৪. পরীক্ষা আসিল তাই চোখে জল পড়ে। - অপাদানে ৭মী।
 ০৫. ট্রেন ঢাকা ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।
 ০৬. গাড়ি ঢাকা ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।
 ০৭. গাড়ি স্টেশন ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।
 ০৮. করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরে। - অপাদানে শূন্য।
 ০৯. মাতৃস্নেহ স্বর্গ হতে আসে। - অপাদানে শূন্য।
 ১০. হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত। - অপাদানে ৫মী।

★ বিরত, রক্ষিত, ভীত:

১. আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? - অপাদানে ৭মী।
 ২. কুকর্মে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।
 ৩. চোরের ভয়ে ঘুম আসে না। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।
 ৪. তোমাকে আমার ভয় হয়। - অপাদানে ২য়া।
 ৫. তর্কে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।
 ৬. ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। - অপাদানে ৫মী।
 ৭. পরাজয়ে ডরে না বীর। - অপাদানে ৭মী।
 ৮. পাপে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।
 ৯. বিপদে মোরে রক্ষা কর। - অপাদানে ৭মী।
 ১০. বাবাকে বড্ড ভয় পাই। - অপাদানে ২য়া।

১১. ভূতকে আবার কীসের ভয়? - অপাদানে ২য়া।
 ১২. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।

অধিকরণ কারক

যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন- পড়ুয়ারা ক্লাসে পড়ে। 'ক্লাসে' অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ- অধিকরণ কারক তিন প্রকার।

যথা-

ক) কালাদিকরণ খ) আধারাদিকরণ গ) ভাবাদিকরণ

ক) কালাদিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদকের কালকে/সময়কে প্রকাশ করে।

যেমন- ক) কাল সকালে এসো। খ) বসন্তে ফুল ফোটে।

খ) আধারাদিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের স্থানকে প্রকাশ।

যেমন- ক) পুকুরে মাছ আছে। খ) তুমি এই পথে যোগো।

গ) আধারাদিকরণ: যদি কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য কোন ক্রিয়ার কোনরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তখন তাকে ভাবাদিকরণ বলে।

যেমন- ক) সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।

খ) কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

ভাবাদিকরণ কারকে সবসময় ৭মী বিভক্তি থাকে বলে ইহাকে ভাবে ৭মী বলা হয়।

আধারাদিকরণ আবার তিন প্রকার: যথা-

ক) ঐকদেশিক-বিরাত স্থানের কোন এক অংশ জুড়ে থাকে।

যেমন: আকাশে মেঘ আছে, পুকুরে মাছ আছে।

খ) অভিব্যাপক- সমস্ত স্থান জুড়ে থাকে।

যেমন: তিলে তৈল আছে, ঘরে আলো আছে।

গ) বৈষয়িক- বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষ বিষয়ে পরদর্শি বোঝাতে।

যেমন: তুষার রাজনীতিতে খুব দক্ষ। রাহাত অংকে ভালো কিন্তু ইংরেজিতে দুর্বল।

★ বৈষয়িক অধিকরণ:

০১. শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। অধিকরণে ৭মী।
 ০২. পাঠে মনোযোগ দাও। অধিকরণে ৭মী।
 ০৩. পড়াতে তার মন বসে না। অধিকরণে ৭মী।
 ০৪. ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার। অধিকরণে ৭মী।
 ০৫. তাহার ধর্মে মতি আছে। অধিকরণে ৭মী।
 ০৬. কাজে মন দাও। অধিকরণে ৭মী।

০৭. সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে।

অধিকরণে ৭মী।

০৮. অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

অধিকরণে ৭মী।

★ ভাবাধিকরণ:

১. কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

ভাবে ৭মী।

২. আলোয় আঁধার কাটে।

ভাবে ৭মী।

বিভক্তি

বিভক্তিঃ বাক্যের বিভিন্ন পদ বিশ্লেষণ করলে তার দুটি অংশ পাওয়া যায় এর একটি শব্দ অপরটি বিভক্তি। বিভক্তি বলতে সেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বোঝায় যেগুলো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের জন্যে পদ সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াপদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করে। যেমন- কলমে লেখ। এখানে ‘কলম’ এর সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বিভক্তির প্রকার ভেদঃ বিভক্তি সাত প্রকার। বিভক্তির প্রকারভেদ এবং বিভক্তি নির্ণয়ের কৌশল নিম্নের ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা/শূন্য	শূন্য / ‘অ’	
দ্বিতীয়া	কে/ রে/ এরে/	দিগে/ দিগকে / দিগেরে/ দের/ গুলিকে/ গুলোকে/ বৃন্দকে
তৃতীয়া	দ্বারা/ দিয়ে/কর্তৃক	দিগের দিয়া/ দের দিয়া/দিগ কর্তৃক/গুলির দ্বারা/ গুলি কর্তৃক/ গুলো দিয়ে
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো এবং তরে, জন্যে	দ্বিতীয়ার মত এবং দের তরে, দের জন্যে
পঞ্চমী	হইতে/ থেকে/ চেয়ে	দিগ হইতে/ দের হইতে/ গুলির চেয়ে
ষষ্ঠী	র/ এর/ কার/ কের	দিগের/দেয়/গুলির/ গণের/ বৃন্দের
সপ্তমী	তে/ এ/ য়/ এতে/ কাছ/ মধ্যে	দিগে/ দিগেতে/ গুলিতে/ গণে/ গুলোতে

কারকের বিভক্তি ব্যবহার

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমবা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার – মাসুদ বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার– মামুনকে যেতে হবে।

গ) তৃতীয়া বা ‘দ্বারা’ বিভক্তির ব্যবহার– রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তি বা ‘র’ বিভক্তির ব্যবহার– আমার যাওয়া হয়নি।

ঙ) সপ্তমী বিভক্তি বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার– গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।

‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার– ঘোড়ায় গাড়ি টানে।

‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার– বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা / শূন্য / অ বিভক্তির ব্যবহার– আমাকে একটি কলম দাও।

খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার– তাকে যেতে বল।

‘রে’ বিভক্তির ব্যবহার– আমারে ভৃত্তে পেয়েছে।

গ) ষষ্ঠী বা ‘র’ বিভক্তির ব্যবহার– তোমার দেখা পেলাম না।

ঘ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার– বলিও কথা জনে জনে।

করণকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার– ছেলেরা বল খেলে।

খ) তৃতীয়া বা ‘দ্বারা’ বিভক্তির ব্যবহার– কলম দ্বারা লেখা হয়।
‘দিয়া’ বিভক্তির ব্যবহার– মন দিয়ে পড়।

গ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার– ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।

‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার– লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।

‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার– এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) চতুর্থী বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার– বস্ত্রহীনকে কাপড় দাও।

খ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার– সমিতিতে চাঁদা দাও।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার– বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না।

খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার– ভাইয়াকে বড্ড ভয় পাই।

গ) ষষ্ঠী বা ‘এর’ বিভক্তির ব্যবহার– যেখানে বাঘের বয়, সেখানে রাত হয়।

ঘ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার– লোকমুখে শুনেছি সে কথা।

‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার- টাকায় টাকা হয়।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার- বাবা বাড়ি নেই।
খ) তৃতীয়া ‘বা’ দিয়ে বিভক্তির ব্যবহার- খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবে।
(এখানে খিলিপানের ভিতর ঔষধ দিয়ে খাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।)
গ) পঞ্চমী বা ‘থেকে’ বিভক্তির ব্যবহার- বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
ঘ) সপ্তমী বা ‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার- এ বাড়িতে কেউ থাকে না।

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

বিশেষ্য / সর্বনামের সাথে বিশেষ্য / সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে পূর্ববর্তী বিশেষ্য / সর্বনাম পদকে সম্বন্ধ পদ বলে। ‘সম্বন্ধ পদের’ বিভক্তি চিহ্ন ‘র’ ‘এর’, ‘কার’ ইত্যাদি।

যেমন:

- ক) শামসুর রাহমানের কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে- এখানে ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
খ) আমার মন ভাল নেই- এখানে ‘র’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
গ) সবাকার ঘরে ঘরে জ্বলুক আলো- এখানে ‘কার’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

- ১) সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।
যেমন- আমি+র = আমার, খালিদ + এর = খালিদের
২) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে ‘কার’ > কের বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন- অজি + কার = আজিকার > আজকের
কালি + কার = কালিকার > কালকের
৩) কিন্তু ‘কাল’ শব্দের সঙ্গে সবসময় ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন- কাল+এর = কালের। বাক্য- সে কত কালের কথা।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১. ‘কারক’ (কৃ+ণক) শব্দটির অর্থ?

- ক. যা পদকে সম্পাদন করে
খ. যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে
গ. যা ক্রিয়া সম্পাদন করে
ঘ. যা সমাস সম্পাদন করে

০২. বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে অম্বয় সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের কী বলে?

- ক. কারক
খ. বিভক্তি
গ. সমাস
ঘ. সম্বন্ধ পদ

০৩. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলে?

- ক. সমাস
খ. কারক
গ. সন্ধি
ঘ. বিশেষণ

০৫. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?

- ক. কারক
খ. সন্ধি
গ. প্রকৃতি
ঘ. সমাস

০৬. বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার?

- ক. ২ প্রকার
খ. ৩ প্রকার

গ. ৫ প্রকার

ঘ. ৪ প্রকার

০৭. ‘বুলবুলিতে ধান খেয়েছে’ এই বাক্যের ‘বুলবুলিতে’ শব্দে কোন কারকে ও কোন বিভক্তি রয়েছে?

- ক. করণে ৭মী
খ. অধিকরণে ৭মী
গ. কর্তৃকারকে ৭মী
ঘ. অপাদানে ৭মী

০৮. ‘আমাকে যেতে হবে’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া
খ. কর্মে দ্বিতীয়া
গ. করণে দ্বিতীয়া
ঘ. অপাদানে দ্বিতীয়া

০৯. ‘সকলকে মরতে হবে’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া
খ. কর্মকারকে দ্বিতীয়া
গ. অপাদানে দ্বিতীয়া
ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

১০. ‘ভাইয়ে’ ভাইয়ে বেশ মিল’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তায় ১মা
খ. কর্তায় ২য়া
গ. কর্তায় ৭মী
ঘ. কর্মে ২য়া

১১. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া খ. সম্প্রদান কারকে ৭মী
গ. কর্তৃকারকে ৭মী ঘ. কর্তৃকারকে ৪র্থী

১২. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তায় শূন্য খ. অপাদানে শূন্য
গ. কর্মে শূন্য ঘ. করণে শূন্য

১৩. 'তাকে দিয়ে কিছু হবে না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ. কর্মে দ্বিতীয়া
গ. করণে দ্বিতীয়া ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

১৪. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?

- ক. ছাগলে কিনা খায় খ. টাকায় টাকা আনে
গ. আরেফ বই পড়ে ঘ. ডাক্তার ডাক

১৫. কোনটি কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ?

- ক. কোদালে মাটি কাটব খ. জাহাজ চট্টগ্রাম ছাড়ল
গ. সাপের হাসি বেদেয় চেনে ঘ. আমরা তুমি রক্ষা করো

১৬. 'পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে শূন্য খ. কর্তায় শূন্য
গ. অপাদানে পঞ্চমী ঘ. অধিকরণে ষষ্ঠী

১৭. 'জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়'। এখানে 'জেলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি খ. কর্তৃকারকে ১মা বিভক্তি
গ. অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি ঘ. কর্মকারকে ১মা বিভক্তি

১৮. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি-

- ক. সম্প্রদানে ষষ্ঠী খ. সম্বন্ধে ষষ্ঠী
গ. কর্মে ষষ্ঠী ঘ. কর্তায় ষষ্ঠী

১৯. কোন বাক্যে কর্তায় এ বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- ক. অন্ধজনে বন্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে
খ. ঘর ভরেছে অন্ধজনে
গ. হাত বাড়িয়ে কর্মে টান অন্ধজনে
ঘ. অন্ধজনে দেহ আলো

২০. আমার যাওয়া ইহিনী - 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে শূন্য খ. কর্তায় শূন্য

গ. কর্তায় ষষ্ঠী

ঘ. কর্মে ষষ্ঠী

২১. ব্যতিহার কর্তার উদাহরণ কোনটি?

- ক. ছেলেরা ফুটবল খেলছে
খ. শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন
গ. বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়
ঘ. মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ছে

২২. 'গৃহহীন চিরদিন থাকে পরাধীন'। নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে শূন্য খ. কর্মকারকে শূন্য
গ. করণে শূন্য ঘ. অপাদানে শূন্য

২৩. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?

- ক. বিভক্তি খ. কারক
গ. প্রত্যয় ঘ. অনুসর্গ

উত্তরমালা (পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ)									
০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	গ	২২	ক	২৩	খ				

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আমরা আঠারো প্রকার পেয়েছি। যেমন-

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ০১) অধিকার সম্বন্ধ | - রাজার রাজ্য, মিতার কলম। |
| ০২) জন্ম-জনক সম্বন্ধ | - গাছের ফল, বনের কাঠ। |
| ০৩) কার্যকারণ সম্বন্ধ | - সূর্যের তাপ, রোগের কষ্ট। |
| ০৪) উপাদান সম্বন্ধ | - ম্যালামাইনের প্লেট, বেতের লাঠি। |
| ০৫) গুণ সম্বন্ধ | - নিমের তিজতা, চিনির মিষ্টতা। |
| ০৬) হেতু সম্বন্ধ | - রূপের দেমাক, অর্থের অহঙ্কার। |
| ০৭) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ | - পূজার ছুটি, শরতের আকাশ। |
| ০৮) ক্রয় সম্বন্ধ | - দুয়ের পাতা বা পৃষ্ঠা, পাঁচের ঘর। |
| ০৯) অংশ সম্বন্ধ | - মাথার চুল, হাতের কান। |
| ১০) ব্যবসায় সম্বন্ধ | - চাউলের ব্যবসায়ী, পাটের গুদাম। |
| ১১) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ | - চারের এক, দেশের পাঁচ। |
| ১২) কৃতি সম্বন্ধ | - মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'। |
| ১৩) আধার-আধেয় | - গ্লাসের দুধ, শিশির ঔষধ। |
| ১৪) অভেদ সম্বন্ধ | - জ্ঞানের আলোক, দুঃখের আশ্রয়। |
| ১৫) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ | - নবীর পুতুল, পাথরের দেহ। |
| ১৬) বিশেষণ সম্বন্ধ | - সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য। |

১৭) নির্ধারণ সম্বন্ধ

১৮) কারক সম্বন্ধ

- সবার সেরা, সবার ছোট।
- কর্তৃ সম্বন্ধ- সাহেবের হুকুম।
- কর্ম সম্বন্ধ- প্রভুর সেবা।
- করণ সম্বন্ধ- হাতের লাঠি।
- অপাদান সম্বন্ধ- বাঘের ভয়।
- অধিকরণ সম্বন্ধ- নদীর মাছ।

সম্বোধন পদ

সম্বোধন মানে আহ্বান বা কাউকে উদ্দেশ্য করে ডাকা বা কিছু বলা।
যেমন- ওহে, একটু শুনে যাও তো। হে বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল?

অর্থাৎ যাকে সম্বন্ধ করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। ওরে, ওগো, হে, রে, ওলো, ওহো, আহা, হায় ইত্যাদি অব্যয়সূচক শব্দ বাক্যের প্রথমে বসে সম্বোধনের সূচনা করে।

যেমন- হায় আল্লাহ, এ আমার কী হলো। এই, কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না। কি হে, কেমন আছ?

বিঃদ্রঃ- সম্বোধন পদ বাক্যের শেষেও বসতে পারে।

কারক ও সম্বন্ধ পদের পার্থক্য বিচারঃ

- ১) ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।
- ২) বিশেষ্য পদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

Teacher-Students Work

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ